প্রথম আলো

রংপুর কারমাইকেল কলেজ

বরখাস্ত হওয়া মোকসেদ হঠাৎ অধ্যক্ষের চেয়ারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

অন্যের বই নকল করার মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর রংপুর সরকারি কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ এস এম মোকসেদ আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। গত ওক্রবার তিনি হঠাৎ কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসেন। এতে কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমে জটিলতা দেখা দিয়েছে বলে গতকাল রোববার অভিযোগ করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজা আনোয়ার।

অন্যের বই নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত হলে অধ্যক্ষ মোকসেদ আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক চিঠিতে গত ২২ অক্টোবর তাঁকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজা *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ওক্রবার অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল এই কলেজে। এ জন্য সাপ্তাহিক ছুটি সত্ত্বেও কলেজ খোলা হয়। এ দিন অধ্যক্ষ মোকসেদ আলী হঠাৎ কলেজে এসে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসেন। তিনি হাইকোর্টের একটি আদেশ দেখিয়ে বলেন, আদালত বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি স্থগিত করেছেন। তিন দিন ধরে তিনি এভাবেই অফিস করছেন। এ অবস্থায় প্রশাসনিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিপদে পড়ার আশঙ্কায় গত কয়েক দিন তিনি কোনো কাগজপত্রে স্বাক্ষর দেননি।

কলেজ সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা বিভাগ থেকে এই বিষয়ে কলেজে কোনো নির্দেশনামা পাঠানো হয়নি। তাই কলেজে কোনো কিছু ঘটলে এর দায়দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকেই বহন করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে গত শনিবার কলেজের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা বিভাগে মৌখিকভাবে জানানো হয়।

মাহফুজা আনোয়ার বলেন, 'আমি কয়েক দিন ধরে কলেজের দাপ্তরিক কাজে কোনো স্বাক্ষর করছি না। আর আমি চেয়ারেও বসতে পারছি না। ফলে আমি বিব্রতকর অবস্থায় আছি। জরুরিভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।'

অধ্যক্ষ মোকসেদ আলী বলেন, 'আমি হাইকোর্টে রিট করায় আদালত বরখাস্তের বিষয়টি স্থগিতের আদেশ দেন। এ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে ৭ নভেম্বর চিঠি দিয়ে জানিয়েছি।' শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি কলেজে পাঠানোর আগেই অধ্যক্ষের চেয়ারে বসার কারণ জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব দেননি।

খুলনা বিএল কলেজের সাবেক শিক্ষক সুনীল কুমার গোলদার *পরিসংখ্যিক বলবিদ্যা* নামের একটি বই ১৯৯৯ সালে প্রকাশ করেন। বইটি ২০০৮ সালে নকল করে বর্তমানে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ মোকসেদ আলী তা নিজের নামে প্রকাশ করেন। এ ঘটনায় সুনীল কুমার গোলদার বাদী হয়ে ২০১১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর খুলনার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে কপিরাইট আইনে মামলা করেন।

মামলার বাদী সুনীল কুমার গোলদার বলেন, 'আমার বইটির ৯৫ ভাগ নকল করে তিনি (অধ্যক্ষ, কারমাইকেল কলেজ) নিজের নামে ২০০৮ সালে প্রকাশ করেন।' মামলা ছাড়াও পরে শিক্ষাসচিব ও শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর বিষয়টি জানানো হয়।